পূবের হাওয়া

স্মরণে

আজ নতুন করে পড়ল মনে মনের মতনে
এই শাঙন-সাঁঝের ভেজা হাওয়ায় বারির পতনে॥

কার কথা আজ তড়িৎ-শিখায়
জাগিয়ে গেল আগুন-লিখায়,
ভোলা যে মোর দায় হলো হায়
বুকের রতনে।
এই শাঙন-সাঁঝের ভেজা হাওয়ায় বারির পতনে॥

আজ উতল ঝড়ের কাৎরানিতে গুমরে ওঠে বুক,
নিবিড় ব্যথায় মূক হয়ে যায় মুখর আমার মুখ।
জোলো হাওয়ার ঝাপটা লেগে
অনেক কথা উঠল জেগে,
পরান আমার বেড়ায় মেগে,
একটু যতনে।
এই শাঙন-সাঁঝের ভেজা হাওয়ায় বারির পতনে॥

বাদল-প্রাতের শরাব

বাদলা-কালো স্নিগ্ধা আমার কান্তা এল রিমঝিমিয়ে,
বৃষ্টিতে তার বাজল নূপুর পায়জোরেরই শিঞ্জিনী যে।
ফুটল ঊষার মুখটি অরুণ, ছাইল বাদল তাম্বু ধরায়;
জমল আসর বর্ষা-বাসর, লাও সাকি লাও ভর-পিয়ালায়।
ভিজল কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ হিম্-শিশিরের আমেজ পেয়ে,
হম্‌দম! হরদম দাও মদ্, মস্ত্ করো গজল গেয়ে!
ফেরদৌসের ঝরকা বেয়ে গুল-বাগিচায় চলছে হাওয়া,
এই তো রে ভাই ওক্ত খুশির, দ্রাক্ষারসে দিল্‌কে নাওয়া।
কুঞ্জে জরিন ফারসি ফরাস বিছিয়েছে আজ ফুলবালারা,
আজ চাই-ই চাই লাল্ শিরাজি স্বচ্ছ সরস খোর্মা-পারা!

মুক্তকেশী ঘোর নয়না আজ হবে গো কান্তা সাকি,
চুম্বন এবং মিষ্টি হাতের মদ পেতে তাই ভরসা রাখি।
কান্তা সাথে বাঁচতে জনম চাও যদি কওসর অমিয়,
সুর বেঁধে বীণ সারেঙ্গিতে খুবসে শিরিন্ শরাব পিয়ো !
খুঁজবে যেদিন সিকান্দারের বাঞ্ছিত আব্-হায়াত-কুঁয়ায়,
সন্ধান তার মিলবে আশেক দিল্-পিয়ারার ওষ্ঠ-চুমায় !
খাম্‌খা তুমি মরছ কাজী শুষ্ক তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে,
মুক্তি পাবে মদখোরের এই আল-কিমিয়ার পাত্র চেটে !

মানিনী

মূক করে ঐ মুখর মুখে লুকিয়ে রেখো না,
ওগো কুঁড়ি, ফোটার আগেই শুকিয়ে থেকো না !
নলিন নয়ান ফুলের বয়ান মলিন এ-দিনে
রাখতে পারে কোন সে কাফের আশেক বেদীনে ?
রুচির চারু পারুল বনে কাঁদছ একা জুঁই,
বনের মনের এ-বেদনা কোথায় বলো থুই ?
হাসির-রাশির একটি ফোঁটা অশ্রু অকরুণ,
হাজার তারা মাঝে যেন একটি কেঁদে খুন !
বেহেশ্‌তে কে আনলে এমন আবছা ব্যথার রেশ,
হিমের শিশির ছুঁয়ে গেছে হুর-পরিদের দেশ !
বরষ পরের দরশনের কই সে হরষণ,
মিলবে না কি শিথিল তোমার বাহুর পরশন ?
শরম টুটে ফুটুক কলি শিশির-পরশে,
ঘোমটা ঠেলে কুণ্ঠা ফেলে সলাজ হরষে।

আশা

মহান তুমি প্রিয়,
এই কথাটির গৌরবে মোর চিত্ত ভরে দিয়ো॥

অনেক আশায় বসে আছি যাত্রা-শেষের পর,
তোমায় নিয়েই পথের পারে বাঁধব আমার ঘর—
হে চির-সুন্দর !

পথশেষে সেই তোমায় যেন করতে পারি ক্ষমা,
হে মোর কলঙ্কিনী প্রিয়তমা !
সেদিন যেন বলতে পারি, এসো এসো প্রিয়,
বক্ষে এসো, এসো আমার পূত কমনীয় !

হায় হারানো লক্ষ্মী আমার ! পথ ভুলেছ বলে
চির-সাথী যাবে তোমার মুখ ফিরিয়ে চলে ?
জান্ ওঠে হায় মোচড় খেয়ে, চলতে পড়ি টলে
অনেক জ্বালায় জ্বলে প্রিয় অনেক ব্যথায় গলে !
বারেবারে নানা রূপে ছলতে আমায় শেষে,
কলঙ্কিনী ! হাতছানি দাও সকল পথে এসে
কুটিল হাসি হেসে ?
ব্যথায় আরো ব্যথা হানায় যে সে !

তুমি কি চাও তোমার মতোই কলঙ্কী হই আমি ?
তখন তুমি সুদূর হতে আসবে ঘরে নামি—
হে মোর প্রিয়, হে মোর বিপথ-গামী !

পথের আজো অনেক বাকি,
তাই যদি হয় প্রিয়—
পথের শেষে তোমায় পাওয়ার যোগ্য করেই নিয়ো ॥

হোলি

আয় ওলো সই, খেলব খেলা
ফাগের ফাজিল পিচকিরিতে।
আজ শ্যামে জোর করব ঘায়েল
হোরির সুরের গিটকিরিতে ॥

বসন-ভূষণ ফেল লো খুলে,
দে দোল দে দোল দোদুল-দুলে,
কর্ লালে-লাল কালার কালো
আবির হাসির টিটকিরিতে॥

বে-শরম

আরে আরে সখি বারবার ছি ছি
ঠারত চঞ্চল আঁখির সাঁবলিয়া।
দুরু দুরু গুরু গুরু কাঁপত হিয়া উরু
হাথ্সে গির্ যায় কুঙ্কুম-থালিয়া॥

আরে না হোরি খেলব গোরি
আবির ফাগ দে পানি মে ডারি
হা প্যারী—
শ্যাম কি ফাগুয়া
লাল কি লুগুয়া
ছি ছি মোরি শরম ধরম সব হারি
মারে ছাতিয়া মে কুঙ্কুম বে-শরম বানিয়া॥

সোহাগ

গুলশন কো চুম চুম কহতে বুলবুল্,
রুখ্সারা সে বে-দর্দি বোরকা খুল্!
হাঁস্তি হেয় বোস্তাঁ,
মস্ত হো যা দোস্তাঁ,
শিরী শিরাজি সে যা বেহোশ জাঁ।
সব্ কুছ্ আজ রঙ্গিন হেয় সব কুছ্ মশগুল্,
হাঁস্তি হেয় গুল্ হো কর্ দোজখ্ বিল্কুল্।
হারে আশেক
মাশুক কি চম্নোঁও মে ফুল্তা নেই দোবারা ফুল
ফুল ফুল ফুল॥

শরাবন্ তহুরা

নার্গিস্-বাগ্ মে বাহার কি আগ্ মে ভরা দিল্ দাগ্ মে—
কাহাঁ মেরি পিয়ারা, আও আও পিয়ারা।
দুরু দুরু ছাতিয়া ক্যায়সে এ রাতিয়া কাটু বিনু সাথিয়া
ঘাব্‌রায়ে জিয়ারা, তড়পত জিয়ারা॥

দর্‌দে দিল্ জোর, রঙ্গিলা কওস্‌র
শরাবন্ তহুরা লাও সাকি লাও ভর,
পিয়ালা তু ধর্ দে মস্তানা কর্ দে সব্ দিল্ ভর্ দে
দরদ্ মে ইয়ারা—সঙ্গ্-দিল্ ইয়ারা॥

জিগর কা খুন নেহি, ডরো মত্ সাকিয়া,
আঙ্গুরি লোহুয়ো, —ক্যাঁও ভিঙা আঁখিয়া?
গিয়া পিয়া আতা নেহি মত্ কহো সহেলি,
ছোড়ো হাত্—পিয়ালা য়ো ভর্ দে তু পহেলি!
মত্ মাচা গওগা, বসন্ত মে বাহ্‌বা ম্যায় সে ক্যা তৌবা?
আহা গোলনিয়ারা সখি গোলনিয়ারা—
শরাব কা নূর সে রৌশন কর্ দে দুনিয়া আঁধিয়ারা
দুনিয়া রা দুনিয়া রা॥

বিরহ-বিধুরা

কার তরে? ছাই এ-পোড়ামুখ আয়নাতে আর দেখব না;
সুর্মা-রেখার কাজল-হরফ নয়নাতে আর লেখব না।
লাল-রঙিলা কর্‌ব না কর মেহ্‌দি-হেনার ছাপ্ ঘষে,
গুল্‌ফ চুমি কাঁদবে গো কেশ চিরুণ-চুমার আফ্‌সোসে!

কপোল-শয়ান অলক-শিশুর উদাস ঘুম আর ভাঙবে না ;
চুম-হারা ঠোঁট পানের পিকের হিঙুল রঙে রাঙবে না !
কার তরে ফুল-শয্যা বাসর, সজ্জা নিজেই লজ্জা পায় ;
পিতম্ আমার দূর প্রবাসে, দেখবে কে সাজ-সজ্জা, হায় !

চাঁচর চুলে ধূম্র ওড়ে, অঙ্গ রাঙায় আগুন-রাগ,
যেম্নি ফোটে মন-নিকষে পিয়ার ফাগুন্-স্মৃতির দাগ।
সবাই বলে, চিনির চেয়েও শিরিন জীবন, —হায় কপাল !
পিতম্-হারা নিম-তেতো প্রাণ কেঁদেই কাটায় সাঁঝ-সকাল।

যেথায় থাকো খোশ্হালে রও, বন্ধু আমার—শোকের বল !
তুমি তোমার সুখ নিয়ে রও, —থাকুক আমার চোখের জল !

প্রণয়-নিবেদন

লো কিশোরী কুমারী !
পিয়াসি মন তোমার ঠোঁটের একটি গোপন চুমারি॥

অফুট তোমার অধর-ফুলে
কাঁপন যখন নাচন তুলে
একটু চাওয়ায় একটু ছুঁলে গো !
তখন এ-মন যেমন কেমন-কেমন কোন তিয়াসে কোঙারি ?—
ঐ শরম-নরম গরম ঠোঁটের অধীর মদির ছোঁয়ারি॥

বুকের কাঁচল মুখের আঁচল বসন-শাসন টুটে ঐ
শঙ্কা-আকুল কি কি আশা ভালোবাসা ফুটে সই ?

নয়ন-পাতার শয়ন-ঘেঁষা
ফুটছে যে ঐ রঙিন নেশা
ভাসা-ভাসা বেদন-মেশা গো !
ঐ বেদন-বুকে যে সুখ চোঁয়ায়, ভাগ দিয়ো তার কোঙারি !
আমার কুমার হিয়া মুক্তি মাগে অধর-ছোঁয়ায় তোমারি॥

ফুল-কুঁড়ি

আর পারিনে সাধতে লো সই এক-ফোঁটা এই ছুঁড়িকে।
ফুটবে না যে ফোটাবে কে বল্ লো সে ফুল-কুঁড়িকে॥

ঘোমটা-চাপা পারুল-কলি
বৃথাই তারে সাধল অলি,
পাশ দিয়ে হায় শ্বাস ফেলে যায় হুতাশ বাতাস ঢলি।
আ মলো ছিঃ! ওর হলো কি?
সুতোর গুঁতো শ্রান্ত-শিথিল টানতে ও মন-ঘুড়িকে।
আর শুনেছিস সই?
ওলো হিমেল চুমু হার মেনেছে এইটুকু আইবুড়িকে!!

সন্ধে-সকাল ছুঁয়ে কপাল রবির যাওয়া-আসাই সার,
ব্যর্থ হলো পথিক-কবির গভীর ভালবাসার হার।
জল ঢেলে যায় জংলা বধূ,
মৌমাছি দেয় কম্‌লা মধু,
শরম-চাদর খুলবে না সে আদর শুধু শুধু।
কে জানে বোন পথ-ভোলা কোন
তরুণ চোখের করুণ চাওয়ায় চোখ ঠেরেছে ছুঁড়িকে—
বসে আছে লো,
এই লজ্জাবতীর বধির বুকের সিংহ-আসন জুড়ি কে?